গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ চা বোর্ড
১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামী রোড
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
www.teaboard.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৬.০৯.০০০০.১০৫.৩৪.০০৬.১৮- ৫৬ তারিখ: ১০.০২.২০২৫খ্রি.

অফিস আদেশ

গত ০৭.০১.২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ চা বোর্ডের ৯১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চা খুচরা-পাইকারি, বিডার, ব্লেন্ডার, ব্রোকার ও ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জারী করা হলো।

সংযুক্তি : শর্তাবলী ৭ পাতা।

১০. ০২. ২০২৫
মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান
সচিব
বাংলাদেশ চা বোর্ড
টেলিফোন: ০২৩৩৩৩৭৫০৬২
ইমেইল:secretarybtb1@gmail.com

স্মারক নম্বর: ২৬.০৯.০০০০.১০৫.৩৪.০০৬.১৮-৫৬(৯) তারিখ: ১০.০২.২০২৫খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন, হাউজ নং-৪৬০ (৭ম তলা), নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
২) চেয়ারম্যান, টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, প্রগ্রেসিভ টাওয়ার, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
৩) সভাপতি, টি প্লান্টার্স এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, খান টাওয়ার, মৌলভীবাজার রোড, শ্রীমঙ্গল।
৪) সভাপতি, স্মল টি গার্ডেন ওনার্স এন্ড টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, চেম্বার ভবন, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়।
৫) সভাপতি, বাংলাদেশ বটলিফ টি ফ্যাক্টরি ওনার্স এসোসিয়েশন, মোনালিপাড়া, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৬) সত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল চা খুচরা-পাইকারি/বিডার/ব্লেন্ডার/ব্রোকার/ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠান।
৭) পিএ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮) পিএ টু সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য), বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯) অফিস কপি।

১০. ০২. ২০২৫
সচিব
বাংলাদেশ চা বোর্ড

Scanned with CamScanner

লাইসেন্স এর শর্তাবলী

ক) চা খুচরা-পাইকারি লাইসেন্স:

১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, প্রতিষ্ঠানের গঠন অনুযায়ী কাগজপত্র যেমন: কোম্পানি হলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (Memorandum; Certificate of Incorporation), অংশীদারি হলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (Deeds with notary and Certificate of Registration of Firms) প্রদান করতে হবে।

২. চা খুচরা-পাইকারি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমোদিত অন্য কোন ব্লেন্ডার লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড প্যাকেট ক্রয়/বিক্রয় করতে পারবে। তবে নিজস্ব নামে মোড়কীকরণ করে ব্র্যান্ডিং করতে পারবে না।

৩. চা খুচরা-পাইকারি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমোদিত বিডার হতে ক্রয়কৃত চায়ের বস্তা কোনরূপ পরিবর্তন না করে পাইকারি বিক্রয় করতে পারবে।

৪. চা খুচরা-পাইকারি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সরাসরি চা বাগান/ফ্যাক্টরি হতে চা ক্রয় করতে পারবেন না।

৫. চা খুচরা-পাইকারী লাইসেন্স দিয়ে ব্র্যান্ডের নাম, চায়ের ধরন, মোড়কীকরণ প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, মোড়কীকরণের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, নীট ওজন, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের তথ্য বিহীন কোন চায়ের প্যাকেট বিক্রয় করতে পারবে না।

৬. সাধারণ পলি প্যাকেটে (বাজারে প্রচলিত এক কালারের হলুদ/সাদা বা অন্য যেকোন রংয়ের) নিজস্ব লেবেল ব্যবহার করে চা বিক্রয় করা যাবে না। নিজস্ব নামে/ ব্র্যান্ডে চা বিক্রয় করতে হলে ব্লেন্ডিং লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৭. লাইসেন্সে উল্লেখিত ঠিকানার (দোকান/শপ) বাহিরে পৃথক কোনও গোডাউন/ফ্যাক্টরিতে চা মজুদ করা যাবে না।

৮. চা ক্রয়ের যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. প্রতি বছরের ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রও হালনাগাদ করতে হবে।

১০. ১৮ই আগষ্ট ১৯৯৪ সালের বাংলাদেশ গেজেট অনুয়ায়ী পর পর তিন বছর লাইসেন্স নবায়ন না করলে লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর হবহ একই নামে পুনরায় নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা যাবে না।

১১. চা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে না।

১২. লাইসেন্সের মালিকানায় কোনরূপ পরিবর্তন হলে (অংশীদারি/কোম্পানিতে রূপান্তর করা হলে) বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং এর স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণক/কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি অনলাইন সিস্টেমে হালনাগাদ করে নিতে হবে।

১৩. লাইসেন্সের আবেদনে উল্লেখিত ঠিকানার পরিবর্তন হলে তা বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং অনলাইন সিস্টেমে হালনাগাদ করে নিতে হবে।

১৪. চা আইন-২০১৬ এর ২৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে যেকোন সময়ে চা ব্যবসা সংক্রান্ত যেকোন তথ্য তলবে, তল্লাশিতে বা জব্দে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

১৫. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দোকান/অফিস বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে সময়ে সময়ে পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শনকালীন সময়ে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

Scanned with CamScanner

১৬. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চা ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও অনিয়ম প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত/আরোপিত সিদ্ধান্ত/শাস্তি প্রতিপালনে/মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

১৭. এ লাইসেন্স গ্রহীতা বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যেকোন সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে বাধ্য থাকবেন।

১৮. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের কোনও শর্ত ভঙ্গ করলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

খ) চা বিডার লাইসেন্স:

১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, প্রতিষ্ঠানের গঠন অনুযায়ী কাগজপত্র যেমন: কোম্পানি হলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (Memorandum; Certificate of Incorporation), অংশীদারি হলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (Deeds with notary and Certificate of Registration of Firms), আয়কর সনদ, ভ্যাট সনদ, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সচ্ছলতার সনদ, খুচরা-পাইকারী লাইসেন্স এর হালনাগাদ কপি প্রদান করতে হবে।

২. চা বিডার লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সরাসরি চা নিলাম হতে অথবা বাংলাদেশ চা বোর্ডের লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত অন্য কোন বিডার হতে চা ক্রয় করতে পারবে।

৩. সরাসরি চা বাগান/ফ্যাক্টরি হতে চা ক্রয় করতে পারবেন না।

৪. বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমোদিত খুচরা-পাইকারি/বিডার/ব্লেন্ডারের নিকট চা বিক্রয় করতে পারবে। চা বোর্ডের লাইসেন্সবিহীন কোনও প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট চা বিক্রয় করা যাবে না।

৫. চা বিডার লাইসেন্স দিয়ে ব্র্যান্ডের নাম, চায়ের ধরন, মোড়কীকরণ প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, মোড়কীকরণের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, নীট ওজন, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের তথ্যবিহীন কোন চায়ের প্যাকেট বিক্রয় করতে পারবে না।

৬. সাধারণ পলি প্যাকেটে (বাজারে প্রচলিত এক কালারের হলুদ/সাদা বা অন্য যেকোন রংয়ের) নিজস্ব লেবেল ব্যবহার করে চা বিক্রয় করা যাবে না। নিজস্ব নামে/ব্র্যান্ডে চা বিক্রয় করতে হলে ব্লেন্ডিং লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৭. চা বিডার লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিলাম হতে ক্রয়কৃত চায়ের বস্তা কোনরূপ পরিবর্তন না করে পাইকারি বিক্রয় করতে পারবে। চা পাতার সাথে কোন ধরনের ক্ষতিকারক রঙ, কষ বা কেমিক্যাল মেশাতে পারবেন না।

৮. বিডারের গোডাউনের ভিতরে ও বাহিরের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. বিডারের গোডাউনের ভিতরে চা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ রাখা যাবে না, যা চায়ের গুণাগুণ নষ্ট করে।

১০. বিডারের গোডাউন চা মজুদের জন্য এমনভাবে উপযুক্ত হতে হবে যাতে চায়ের গুনগত মান অক্ষুন্ন থাকে।

১১. গোডাউনে যথাযথ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং পাশাপাশি পোকা-মাকড় ও পাখি যাতে গোডাউনের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করতে হবে।

১২. গোডাউনে পর্যাপ্ত আলো ও উন্নতমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হবে যাতে শর্টসার্কিট না হয়।

১৩. গোডাউনে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪. গোডাউনে কাঠের/প্লাস্টিকের/স্টিলের বার/ফ্রেম/প্যালেটের উপরে চায়ের বস্তা মজুদ করতে হবে। সরাসরি গোডাউনের মেঝেতে চায়ের বস্তা রাখা যাবে না।

১৫. লাইসেন্সে উল্লেখিত ঠিকানার (দোকান/শপ/গোডাউনের) বাহিরে পৃথক কোনও গোডাউন/ফ্যাক্টরিতে চা মজুদ করা যাবে না।

১৬. চা ক্রয়/বিক্রয়ের যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

১৭. প্রতি বছরের ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রও হালনাগাদ করতে হবে।

১৮. ১৮ই আগষ্ট ১৯৯৪ সালের বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী পর পর তিন বছর লাইসেন্স নবায়ন না করলে লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর হবহ একই নামে পুনরায় নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা যাবে না।

১৯. চা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিত মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে না।

২০. লাইসেন্সের মালিকানায় কোনরূপ পরিবর্তন হলে (অংশীদারি/কোম্পানিতে রূপান্তর করা হলে) বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং এর স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণক/কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি অনলাইন সিস্টেমে হালনাগাদ করে নিতে হবে।

২১. লাইসেন্সের আবেদনে উল্লেখিত ঠিকানার পরিবর্তন হলে তা বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং অনলাইন সিস্টেমে হালনাগাদ করে নিতে হবে।

২২. চা আইন-২০১৬ এর ২৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে যেকোন সময়ে চা ব্যবসা সংক্রান্ত যেকোন তথ্য তলবে, তল্লাশিতে বা জব্দে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

২৩. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দোকান/অফিস বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে সময়ে সময়ে পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শনকালীন সময়ে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

২৪. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন অনিয়ম প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত/আরোপিত সিদ্ধান্ত/শাস্তি প্রতিপালনে/মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

২৫. এ লাইসেন্স গ্রহীতা বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যেকোন সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে বাধ্য থাকবেন।

২৬. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে শর্ত ভঙ্গ করলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

গ) চা ব্লেন্ডার লাইসেন্স:

১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, প্রতিষ্ঠানের গঠন অনুযায়ী কাগজপত্র যেমন: কোম্পানি হলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (Memorandum; Certificate of Incorporation), অংশীদারি হলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (Deeds with notary and Certificate of Registration of Firms), আয়কর সনদ, ভ্যাট সনদ, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সচ্ছলতার সনদ, বিএসটিআই সনদ, টি টেস্টার এর বায়োডাটা (একজন টি টেস্টার নিয়োগ করতে হবে), প্রস্তাবিত চায়ের প্যাকেটের ছবি, চা কারখানা/গুদামের ছবি এবং হালনাগাদ চা খুচরা-পাইকারী ও বিডার লাইসেন্স এর কপি প্রদান করতে হবে।

২. এই লাইসেন্স দিয়ে চা ব্লেন্ডিং করে নিজস্ব ব্র্যান্ডে চায়ের প্যাকেট বাজারজাত করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে ব্র্যান্ডের নাম, চায়ের ধরণ, মোড়কীকরণ প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, মোড়কীকরণের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, নীট ওজন, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের তথ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। লেবেলবিহীন কোন চায়ের প্যাকেট বিক্রয় করা যাবে না।

৩. এ লাইসেন্সের আওতায় এক/একাধিক চায়ের ব্র্যান্ড বাজারজাত করতে হলে চা বোর্ড হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত ব্র্যান্ডের বাহিরে চা বিপণন করা যাবে না।

৪. বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত সরাসরি চা বাগান/ফ্যাক্টরি হতে চা ক্রয় করা যাবে না।

৫. বাংলাদেশ চা বোর্ডের লাইসেন্সবিহীন কোনও প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে চা ক্রয় ও বিক্রয় করা যাবে না।

Scanned with CamScanner

৬. কোন দেশ বা এমন কোন স্থানের নামে চা ব্র্যান্ডিং করা যাবে না যাতে চায়ের অরিজিন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

৭. চা পাতার সাথে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন রং, কষ বা কেমিক্যাল মেশানো যাবে না।

৮. চা মোড়কীকরণের ক্ষেত্রে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত ফুড গ্রেডেড প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে, যাতে চায়ের গুনাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

৯. প্যাকেটে বর্ণিত ওজন সঠিক হতে হবে।

১০. ব্লেন্ডিং প্রতিষ্ঠানে একজন অভিজ্ঞ টি টেষ্টার থাকতে হবে।

১১. লাইসেন্সে উল্লেখিত ঠিকানার (প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি/গোডাউন/অফিস) বাহিরে পৃথক কোনও গোডাউন/ফ্যাক্টরিতে চা মজুদ করা যাবে না।

১২. ফ্যাক্টরিতে ম্যানুয়েল ব্লেন্ডিং করা হলে ব্লেন্ডিং ফ্লোর টাইলস করা ও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

১৩. প্যাকেজিং ও ব্লেন্ডিং রুমের ভিতরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. প্যাকেজিং ও ব্লেন্ডিং রুমের ভিতরে চা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ রাখা যাবে না, যা চায়ের গুণাগুণ নষ্ট করে।

১৫. ব্লেন্ডারের গোডাউন চা মজুদের জন্য এমনভাবে উপযুক্ত হতে হবে যাতে চায়ের গুনগত মান অক্ষুন্ন থাকে।

১৬. ব্লেন্ডারের গোডাউনে পোকা-মাকড় ও পাখি প্রবেশ করতে না পারা এবং যথাযথ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. গোডাউনে পর্যাপ্ত আলো ও উন্নতমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হবে যাতে শর্টসার্কিট না হয়।

১৮. ফ্যাক্টরি ও গোডাউনে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৯. ফ্যাক্টরি ও গোডাউনের ভিতরে ও বাহিরের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২০. ফ্যাক্টরি ও গোডাউনে কাঠের/প্লাস্টিকের/স্টিলের বার/ফ্রেম/প্যালেটের উপরে চায়ের বস্তা মজুদ করতে হবে। সরাসরি গোডাউনের মেঝেতে চায়ের বস্তা রাখা যাবে না।

২১. ফ্যাক্টরি ও গোডাউনে নিলাম হতে ক্রয়কৃত চায়ের বস্তা এবং ব্লেন্ডিংয়ের পর ব্লেন্ডিংকৃত চায়ের বস্তা আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং রেজিস্টারে যথাযথভাবে হিসাব রাখতে হবে।

২২. চা বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে না।

২৩. লাইসেন্সের মালিকানায় কোনরূপ পরিবর্তন হলে (অংশীদারি/কোম্পানিতে রূপান্তর করা হলে) বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং এর স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণক/কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি অনলাইন সিস্টেমে হালনাগাদ করে নিতে হবে।

২৪. লাইসেন্সের আবেদনে উল্লেখিত ঠিকানার পরিবর্তন হলে তা বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং অনলাইন সিস্টেমে হালনাগাদ করে নিতে হবে।

২৫. চা ক্রয় বিক্রয়ের যথাযথ প্রামাণক সংরক্ষণ করতে হবে।

২৬. প্রতি বছরের ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রও হালনাগাদ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

২৭. ১৮ই আগষ্ট ১৯৯৪ সালের বাংলাদেশ গেজেট অনুয়ায়ী পর পর তিন বছর লাইসেন্স নবায়ন না করলে লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর হবহ একই নামে পুনরায় নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা যাবে না।

২৮. চা আইন-২০১৬ এর ২৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে যেকোন সময়ে চা ব্যবসা সংক্রান্ত যেকোন তথ্য তলবে, তল্লাশিতে বা জব্দে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

২৯. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দোকান/অফিস বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে সময়ে সময়ে পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শনকালীন সময়ে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

৩০. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের গোডাউন/দোকানে নিলাম বহির্ভূতভাবে ক্রয়কৃত চায়ের বস্তা পাওয়া গেলে অথবা তার বিরুদ্ধে চা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন অনিয়ম প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত/আরোপিত সিদ্ধান্ত/শাস্তি প্রতিপালনে/মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৩১. বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে।

৩২. লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে শর্ত ভঙ্গ করলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

ঘ) ব্রোকার লাইসেন্স:

১. ব্রোকার লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই কোম্পানী হতে হবে এবং এসংক্রান্ত রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত 'সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন' এবং 'মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন' থাকতে হবে।

২. আবেদনকারী ব্রোকার হাউজ এর অনুমোদিত মূলধন কমপক্ষে ০১(এক) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন কমপক্ষে ১০% হতে হবে।

৩. প্রাইভেট/ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এর পক্ষে চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সিইও কে আবেদন করতে হবে।

৪. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ভ্যাট সনদ, ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সচ্ছলতার সনদ থাকতে হবে।

৫. ব্রোকার হাউজে টি টেস্টার নিয়োজিত থাকতে হবে।

৬. ব্রোকার হাউজে নিলামকারী কর্মকর্তা থাকতে হবে।

৭. ব্রোকার হাউজে আইটি পার্সন থাকতে হবে।

৮. ব্রোকার হাউজের জন্য পৃথক অফিস কক্ষ, টি টেস্টিং রুম, ডিসপ্লে ও স্যাম্পল রুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. ব্রোকার হাউজ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকতে হবে।

১০. ব্রোকার হাউজ যদি ভাড়ায় পরিচালিত হয় অফিস ভাড়ার ব্যাপারে বাড়িওয়ালার সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র দাখিল করতে হবে।

১১. কমপক্ষে ১মিলিয়ন কেজি চা নিলামে বিক্রয় করতে হবে। এ সংক্রান্ত বাগান মালিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

Scanned with CamScanner

১২. আবেদনকারী ব্রোকার হাউজ/কোম্পানি এবং এর মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এ বর্ণিত চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকদের নামে/বেনামে অন্য কোন প্রকার চা ব্যবসার সাথে জড়িত থাকা যাবে না এবং এ বিষয়ে অঙ্গিকারনামা প্রদান করতে হবে।

১৩. ব্রোকার লাইসেন্স প্রাপ্তির পর সর্বদা নিলামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

১৪. পর পর ০৩ (তিন) বছর ব্রোকার লাইসেন্স নবায়ন না করা হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫. নিলামে চা বিক্রয় থেকে আদায়কৃত সেস অনুষ্ঠিত নিলাম এর ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে চা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট হিসাবে পরিশোধ করতে হবে।

১৬. প্রতি মাসের ০৫ (পাচ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের নিলামে চা বিক্রয় ও সেস পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য চা বোর্ড এর নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

১৭. প্রতি নিলামের দিন রাত ০৮.০০ ঘটিকার মধ্যে নিলামে বিক্রয়ের তথ্য (Garden Average, Price Realization and Buyer Purchase Statement) চা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আইডিতে (btbtrade19@gmail.com) ইমেইল করতে হবে। পরবর্তীতে আউটলট বিক্রয়ের হালনাগাদ তথ্য ইমেইল করতে হবে।

৬) চা ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স:

১. আবেদনের সাথে ওয়্যাহাউজের অনুকূলে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ভ্যাট সনদ, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সচ্ছলতার সনদ, ফায়ার লাইসেন্স, ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিল/ ওয়্যারহাউজ ভাড়ার চুক্তিপত্র, ওয়্যারহাউজের পূর্ণাঙ্গ স্কেচ ম্যাপ (স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং) প্রদান করতে হবে এবং আবেদন ফি পরিশোধ করতে হবে।

২. প্রতিটি লাইসেন্স ওয়্যারহাউজের নামে ইস্যু করা হবে এবং উক্ত লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. কোন লাইসেন্স গ্রহীতা যদি তার ব্যবসা অন্য কারও নিকট বিক্রয় করতে চায়, তাহলে পূর্বেই চা বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪. কোন এক মালিকানা ব্যবসায়ের লাইসেন্স গ্রহিতা পরবর্তীতে অংশীদারী ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হলে অংশীদারী চুক্তির এক মাস পূর্বে চা বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৫. কোন অংশীদারী ব্যবসায়ের অনুকূলে যদি লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এবং অংশীদারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে যদি উক্ত অংশীদারী ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তি বাতিলের এক মাস পূর্বে প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক চুক্তি বাতিলের লিখিত কারণ চা বোর্ডে পেশ করতে হবে।

৬. চা ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স গ্রহীতা এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবেন যে, তার বা তাদের ওয়্যারহাউজে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এবং চা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চা কারখানায় উৎপাদিত চা ব্যতীত অন্য কোন ধরণের চা মজুদ রাখবেন না।

৭. যে ভূমির উপর চা ওয়্যারহাউজ স্থাপন করা হবে উক্ত ভূমি ক্রয়সূত্রে, ইজারাসূত্রে বা ভাড়াসূত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা দখলকার হতে হবে। কোন চা বাগানের মধ্যে বা বাগানের লীজভুক্ত জায়গায় বা কোন চা ফ্যাক্টরি সংলগ্ন জায়গায় ওয়্যারহাউজ স্থাপন করা যাবে না।

৮. লাইসেন্স হালনাগাদ করা ব্যতিরেকে কোন ওয়্যারহাউজে চা মজুদ রাখা যাবে না। পরপর ০২ পঞ্জিকা বছর নবায়ন না করলে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

৯. ওয়্যারহাউজে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা চালু রাখতে হবে।

১০. কোন লাইসেন্স গ্রহীতা যদি তার ব্যবসা বন্ধ করতে চায় সেক্ষেত্রে বন্ধ করার তিনমাস পূর্বে লাইসেন্সটি বাতিল করার জন্য লিখিত আবেদন করতে হবে।

22/01

Scanned with CamScanner

১১. ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স গ্রহীতা তার চা ব্যবসা সম্পর্কিত যে কোন তথ্য লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকবেন।

১২. কোন ওয়্যারহাউজের লাইসেন্স স্থগিত করা হলে উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ওয়্যারহাউজের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। লাইসেন্সের মেয়াদ থাকার মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করা না হলেও অনুরূপভাবে ওয়্যারহাউজের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

১৩. ওয়্যারহাউজের অনুমোদিত আয়তনের বাহিরে চা মজুদ করা যাবে না। ওয়্যারহাউজে নিলামের জন্য প্রেরিত চা ব্যতীত অন্য কোন কিছু রাখা যাবে না।

১৪. ওয়্যারহাউজে ম্যান হাইটের উপরে চায়ের বস্তা মজুদ করা যাবে না। বস্তাসমূহ সারিবদ্ধভাবে লটভিত্তিক রাখতে হবে।

১৫. চায়ের স্যাম্পল সংগ্রহের সাথে সাথে বস্তা যথাযথভাবে সেলাই করতে হবে।

১৬. ওয়্যারহাউজে মেয়াদোত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা যাবে না।

১৭. ওয়্যারহাউজের দেওয়াল ও পাকা ছাঁদ/টিনে কোন ফাটল বা ছিদ্র থাকা যাবে না ।

১৮. ওয়্যারহাউজের মেঝে-দেওয়াল অবশ্যই পাকা ও শুষ্ক রাখতে হবে। মেঝে-দেওয়ালে ইপোক্সি পেইন্ট/টাইলস করতে হবে।

১৯. ওয়্যারহাউজে কাঠের/স্টিলের বার/ফ্রেমের উপরে চায়ের বস্তা মজুদ করতে হবে। সরাসরি মেঝেতে চায়ের বস্তা রাখা যাবে না।

২০. পোকা-মাকড় ও পাখি যাতে ওয়্যারহাউজের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২১. ম্যানুয়েল হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষয়ক্ষতি রোধ ও ওয়্যারহাউজের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ফর্কলিফ্ট ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

২২. ওয়্যারহাউজে বৈদ্যুতিক তার ও সরঞ্জামাদি খোলাভাবে রাখা যাবে না; চ্যানেল ও বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

২৩. বাগান হতে নিলামে বিক্রয়ের জন্য ওয়্যারহাউজে প্রেরিত বস্তার গায়ে চা বাগান/ফ্যাক্টরির নাম, চায়ের গ্রেড, উৎপাদন সাল ও তারিখ, ওজন, ইনভয়েস নং যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। বিবরণ বিহীন কোন বস্তা ওয়্যারহাউজে মজুদ করা যাবে না।

২৪. নিলামের জন্য বাগান হতে প্রেরিত চায়ের বস্তা/ বস্তার চা/ বস্তার গায়ে লিপিবদ্ধ কোন তথ্য পরিবর্তন করা যাবে না।

২৫. ওয়্যারহাউজে চা আগমন-নির্গমন, মজুদ, ভ্যাট পরিশোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত হিসাব প্রতিদিন রেজিস্টারভূক্ত করতে হবে এবং প্রতিমাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে চা বোর্ডে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

২৬. চা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত চা ওয়্যারহাউজ সংশ্লিষ্ট আদেশ/ নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

মেজর জেনারেল শেখ মো: সরওয়ার হোসেন, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চা বোর্ড

Scanned with CamScanner